ভ্যাঙ্কুভার আজকাল

(১৪তম পর্ব)

গত মাসের মাঝামাঝি দিকে প্রায় সপ্তাহব্যাপি আমার শরীরটা ভাল ছিল না, বাসা থেকে বের হবার উপায় ছিল না। সেই সময় রৌদ্র উজ্জল এক সকালে আমাদের ভ্যাঙ্কুভারের হাসান মামুন আমাকে ফোন করলেন। বললেন, টরেন্টো থেকে হাসান মাহমুদ ভাই এসেছেন, উনি বেয়ার ক্রিক পার্কের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্টটা দেখতে চান। আপনার কি একটু সময় হবে আমাদেরকে সঙ্গ দিতে। উত্তরে, গত কয়েক বছর হলো মাঝে মাঝেই আমি যে ম্যানিয়ার্স ডিজিস-এ আক্রান্ত হই, সে সম্পর্কে আমার বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতির কথা বললাম। উনারা বেয়ার ক্রিক পার্কের উদ্দেশে রাস্তায় ছিলেন, বললেন তা হলে আপনার সঙ্গেই প্রথমে দেখা করে আসি। হাসান মামুন ও হাসান মাহমুদ ভাতৃদ্বয় আমার বাসায় আসলেন।

হাসান মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রায় পনেরো ষোল বছর আগে অটোয়ায়। উনি টরেন্টো থেকে সেবার বেড়াতে এসেছিলেন অধুনা লুপ্ত পড়শির সম্পাদক মাহমুদুল হাসানের অটোয়ার বাসায়, আমরা তখন মুনতাসির ফ্যান্টাসি নাটকের রিহার্সেল করছিলাম সেখানে। মাহমুদুল হাসান অটোয়া থেকে তখন ‘বাংলাদেশ’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন, হাসান মাহমুদ সেই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ সেবার পত্রিকাটির পাঁচ বছর পুর্তি উপলক্ষে আমরা পঞ্চ-উৎসব পালন করছিলাম, উনি সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। উত্তর আমেরিকার মৌলবাদ বিদ্রোহী কবি খ্যাত ফতে মোল্লা (ছদ্মনাম) নামে যাকে জানতাম, ইনিই সেই হাসান মাহমুদ। ইসলাম ধর্মের শারিয়া আইনের উপর একজন প্রাজ্ঞব্যক্তি এবং এ বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রনেতা, টরেন্টোর শারিয়া ল’ এ্যাট দ্যা মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস-এর ডিরেক্টর।

অনেকদিন পরে দেখা হলো। হঠাৎ মাহমুদ ভাইকে দেখে চিনতেই পারছিলাম না, দেখি মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি। একটু মস্করা করেই বললাম, কি ভাই আপনিও কি শেষ পর্যন্ত। হাসতে হাসতে বললেন, আরে না না, একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে এসেছি। আমারই একটা লেখা নিয়ে আপনাদের কাজি পিয়াল সাহেব চলচ্চিত্র বানাচ্ছেন। সেখানে একটা চরিত্রের জন্য আবার আমাকেই রূপদান করতে হচ্ছে। তাই অভিনয়ের খাতিরে এই দাড়ি। যাই হোক, আমি সেদিন আর উনাদের সাথে মনুমেন্টে যেতে পারলাম না। হাসান মামুন বললেন, তা হলে নুতন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আমি বললাম, সেটাই ভালো, উনাকেই নিয়ে যান। আলী আশরাফ নুতন ২০০৯ সালে মনুমেন্টির উদ্বোধনী দিবসে আমাদের বাঙ্গালিদের পক্ষ থেকে চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্ট নিয়ে বেশ লেখালেখিও করেছেন , উনি আপনাদের মনুমেন্ট সম্পর্কে আদ্যপান্ত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হাসান মাহমুদ টরেন্টোর ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইম্পলিমেন্টেশন কমিটির সভাপতি। টরেন্টোতে মোহাম্মদ আলী বোখারীসহ উনারা অনেক দিন যাবৎ মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠা কল্পে কাজ করে যাচ্ছেন। সেদিন সকালে আমার বাসা থেকে বেরুবার আগে একটি কথা বললেন, ‘‘আই হ্যাভ থ্রী ষ্টার্স ইন ভ্যাঙ্কুভার; নাম্বার ওয়ান রফিকুল ইসলাম, সেকেন্ড আবদুস সালাম, এ্যান্ড দ্যা থার্ড ওয়ান আমিনুল ইসলাম মওলা। আই মিন দ্যাট ইজ ইউ।’’ ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে এই মনুমেন্টটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার প্রিমিয়ার থেকে শুরু করে বিসির এ্যাটোর্নি জেনারেল, বিভিন্ন মিনিষ্টার, এমপি, এমএলএসহ নানান ধরনের ডিগনিটারিজ যেমন ডেভিড সুজুকি বা আরো অনেকের কাছে থেকেই সাপোর্টিংমুলক প্রচূর চিঠিপত্র পেয়েছি। চিঠিগুলো পেয়ে প্রচুর উৎসাহিত হয়েছি। মনুমেন্টটি প্রতিষ্ঠা হবার পর অবশ্য কারো থেকে তেমন কোনো উচ্চ বাচ্য শুনি নাই। তাই মাহমুদ ভাইয়ের কমপ্লিমেন্টটা শুনে একটু হতভম্বই হলাম। কম্পলিমেন্ট বা সুখ দুঃখের কোনো কথা শুনলে আমার কেমন যেন বাক রুদ্ধ হয়ে আসে, স্বভাবগতভাবে চুপ করে থাকি বা আকার ইঙ্গিতে সেটা কোনো রকমে ম্যানেজ করে নেই। মাহমুদ ভাইয়ের কথার প্রতি উত্তরে সেদিন কি করেছিলাম, মনে নাই। তবে এই কম্পলিমেন্ট জাতীয় কিছু একটা শুনলে আমার ছোট বেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে।

ঘটনাটা একদম গ্যাদাকালের, নারীপুরুষ ভেদাভেদের লিংগজ্ঞানটুকুও তখন আমার সৃত্মিতে সুস্পষ্ট হয় নাই।ছেলেরা মেয়েরা মিলেমিশে একসাথে নানান ধরনের খেলাধুলা করি, কখনো কখনো বিয়ে বিয়ে খেলি। মেয়েরা আমাকে প্রায়ই বর বানাতো। মাঝে মাঝে আবার ওরা আমাকে খেলায় নিত না। এমন কি ওদের ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে দিতো না, কারণ আমার গায়ের রং নাকি ময়লা, কালো। খেলা থেকে যখন আমাকে বঞ্চিত করা হতো, শোকে দুঃখে কানতে কানতে আমি বাড়ি ফিরতাম। মা বলতেন, কিরে, কি হয়েছে । বলতাম, আমি কালো বলে ওরা আমাকে খেলা থেকে বাদ দিয়েছে। মা আমাকে শান্তনা দিয়ে বলতেন, আরে বোকা, তোর গায়ের রং একটু ময়লা হলে কি হবে, তোর চেহারা তো খুব সুন্দর, একদম প্রিন্সের মতো। মায়ের শান্তনা বাক্যগুলো শুনে খুশিতে গদগদ হয়ে যেতাম তখন , শোক দুঃখ সব ভূলে যেতাম এক নিমিশে। যা’হোক, গরুর রচনায় শেষমেশ নদীকে টেনে আনতে হলো। আসলে আমি একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তি, কোনো কম্পলিমেন্ট-টম্পলিমেন্ট আমার সাজে না।

কয়েকদিন আগে টরেন্টো থেকে মোহাম্মদ আলী বোখারী সাহেবের একটা ই-মেইল পেলাম। তাতে সংযুক্ত করে পাঠিয়েছেন একটা গান, ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে’র থিম সং বা মর্ম সঙ্গীত। গানটির রচয়িতা ও সূরকার সেই হাসান মাহমুদ। গানটা শুনে আমার জানার ইচ্ছা হচ্ছিল আসলে গানটা কবে কখন রচিত হয়েছিল। কাকতালীয়ভাবেই হোক আর যাই হোক, গতরাত্রে দেখি টরেন্টো থেকে মাহমুদ ভাইয়ের ফোন। কথায় কথায় উনাকে বললাম, ভাই ঐ

মর্ম সঙ্গীতটা কবে কোথায় বসে লিখেছিলেন। বললেন, খুব সম্ভবতঃ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিকের কথা, তারিখটা সঠিক মনে নেই। তবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্ম সঙ্গীতটা যে লিখেছিলাম আন্তর্জাতিক সীমানার উর্ধে বসে, সেটা আলবৎ মনে আছে। কথাটা শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বললাম, ভাই কথাটা কেমন যেন মারফতি লাইনের মনে হচ্ছে, একটু ক্লিয়ার করে বলেন। বললেন, না না মারফতি না। আসলে ব্যাপারটা খুলে বলছি। সেবার আমাকে আপনাদের ভ্যাঙ্কুভারে যেতে হয়েছিল। প্রথমতঃ বঙ্গবন্ধু পরিষদ অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার আলী আজম সাহেব আমন্ত্রন করেছিলেন তাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথী হিসেবে উপস্থিত থাকতে, দ্বিতীয়তঃ ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে অর্জন বিষায়ক তথ্যাদি নিয়ে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে একটা ইনটারভিউ রেকর্ড করার জন্য। তাছাড়া, মাস দুই পরেই ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে, সে এক বিরাট উত্তেজনা। সবকিছু মিলে ভ্যাঙ্কুভারে রওনা হই একটা ভাবাবেগে নিয়ে। টরেন্টো থেকে ভ্যাঙ্কুভারে আকাশ পথে প্রায় ছয় ঘন্টার জার্নি। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছত্রিশ হাজার ফুট উপরে এবং ঘন্টায় পাঁচ শত সত্তর নটিক্যাল মাইল বেগে উড়ন্ত প্লেনে বসে সেই সময়ে মর্ম সঙ্গীতটা লিখেছিলাম। সেই জন্যই বলেছিলাম, ঘটনাটা ঘটেছিল পৃথিবীর এ পরিমন্ডল থেকে অনেক উর্ধে একটা আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে । হাসান মাহমুদের রচিত মর্ম সঙ্গীতঃ

বিশ্ব - একুশের মর্ম সঙ্গীত
কথা ও সুরঃ - হাসান মাহমুদ (১৯৯৯)
ক ণ্ঠ - ডঃ মমতাজ মমতা ও তাঁর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

দিগন্তরে
অমর একুশে যুগ যুগান্তরে
ছড়িয়ে গেল আজ কি মনতরে
মুক্তিকামী মানুষের অন্তরে
ঐ একুশে - - একুশে - - একুশে ॥

রফিক সালাম
দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেল নাম
দেশ-বিদেশে সবে জানাল সালাম ।
রক্তরাগে
শহীদ মিনার কি অলক্তরাগে
বিশ্ববীণায় বাজে সপ্তরাগে
ঐ একুশে - - একুশে - - একুশে ॥

কি ঝংকারে
বিশ্বললাটে জ্বলে অহংকারে
একুশে রক্তক্ষতের অলংকারে

ঐ একুশে - - একুশে - - একুশে ॥

এসো সবে
বিশ্বমাতৃভাষার এ উৎসবে
বাংলার দানে ধরা ধন্য হবে
এসো এসো ভাই
অমর একুশের জয়গান গাই
মায়ের ভাষার বড় নাই কিছু নাই
ঐ একুশে - - একুশে - - একুশে ॥

আরেকটি ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'র থিম সং অর্থাৎ ভ্যাঙ্কুভার থেকে লেখা প্রথম এই মর্ম সঙ্গীতের সামান্য এক ইতিকথা আছে। গত বারো বছরে এই থিম সং'টি প্রায় বিলোপের পথে এবং উদ্দোগের অভাবে এখন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। আমরা যদি পিছনের দিকে ফিরে তাকাই, ১৯৯৯ সালে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্লড, ভ্যাঙ্কুভার থেকে উত্থাপিত ফেব্রুয়ারীর একুশকে ইউনেস্কো থেকে ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি দেবার পর দিবসটির প্রধান উপস্থাপক রফিকুল ইসলামকে স্বস্ত্রীক ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে ফ্রান্সে আমন্ত্রন জানান। সেখান থেকে ফিরে আসার পরপরই ভ্যাঙ্কুভারের বঙ্গবন্ধু পরিষদ দিবসটি আদায়ের প্রধান যে দুই ব্যক্তি রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম, তাঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে।

সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টরেন্টোর হাসান মাহমুদ। অনুষ্ঠানের আগের দিন হাসান মাহমুদ এখানে এসে খোঁজ নিয়ে দেখেন, অনুষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'র উপর রচিত হলেও অনুষ্ঠানমালায় নির্ধারিত কোনো থিম সং নাই। হাসান মাহমুদ চিন্তা করেন, যেহেতু ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দিবসটি ভ্যাঙ্কুভার থেকেই উত্থাপিত হয়েছে, তাই এই অনুষ্ঠানে গাওয়া থিম সং'টি ভ্যাঙ্কুভারেরই কা'রো দ্বারা রচিত হলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশি হবে এবং সেটাই শ্রেয়। (যদিও ইতিমধ্যে তিনি টরেন্টো থেকে আসার পথে প্লেনে বসে একটি থিম সং রচনা করেছেন এবং সঙ্গে করে নিয়েও এসেছেন, কিন্ত তা কারো কাছে প্রকাশ না করে গানটি নিজের পকেটে রেখে দেন।) তখন তখনি অনুষ্ঠানের প্রধান সঞ্চালক আবদুর রব খালেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাকে একটা থিম সং লেখার অনুরোধ করেন। হাসান মাহমুদের নির্দেশেই আবদুর রব খালেদ ইন্টারন্যাশানাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'র উপর একটি থিম সং রচনা করেন। গানটি লিখে ভ্যাঙ্কুভারেরই প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সুবাস দাসের কাছে হস্তান্তর করেন। সুবাস দাস সেই রাতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গানটিতে সুর সংযোজন করেন। এবং পরের দিন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গানটি পরিবেশন করেন। আবদুর রব খালেদের রচিত মর্ম সঙ্গীতঃ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গান
রচনা : আবদুর রব খালেদ (১৯৯৯ ইং)
সুর ও পরিচালনা : সুবাস দাস

বাংলার সীমানা পার হয়ে,
মহান একুশ আজ বিশ্বজুরে
জ্বলেছে চেতনা শিখা, সকল মানুষের হৃদয়ে
বাংলার সীমানা পার হয়ে (২)

জীবনের মৌলিক অধিকার
একুশের চেতনায় সোচ্চার
শহীদের রক্তে সিক্ত
বিশ্ব মায়ের এই উপহার
যখন এই অধিকার ছিন্ন হবে
বিলিয়ে দেব তা রক্ত ঢেলে,
বাংলার সীমানা পার হয়ে (২)

শহীদের রক্ত বৃথা নয়
বৃথা নয় শহীদের স্বপ্ন
পৃথিবীর সব জাতি
তাদেরই পরশে হলো ধন্য
হৃদয় হৃদয়ে ছোঁয়া সব প্রেম ভালবাসা
তাদেরই তরে দিলাম উজার করে
বাংলার সীমানা পার হয়ে (২)

জন সম্মুখে প্রচারিত ভ্যাঙ্কুভারের প্রথম থিম সং'টির রচয়িতা আবদুর রব খালেদ বলেন, হাসান মাহমুদ সাহেবের নির্দেশ না পেলে সেদিন হয়তো গানটি আমার লেখাই হতো না, আর সুবাস দাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুর সংযোজন না করলে গানটি হয়তো কোনদিনই আলোর মুখ দেখতো না। অন্যদিকে, হাসান মাহমুদ নিজে যে একটা থিম সং ভ্যাঙ্কুভারের এ অনুষ্ঠানে আসার আগেই প্লেনে বসে লিখেছিলেন, সেটা তিনি আগে কখনো কাউকে জানান নাই। তবে আবদুর রব খালেদের গানটি ভ্যাঙ্কুভারে পরিবেশনের পর হাসান মাহমুদ তার নিজের লেখা গানটির কথা রফিকুল ইসলাম এবং সুবাস দাসকে বলেছেন, সে কথা তাঁদের মুখেই শুনেছি।

আমিনুল ইসলাম মওলা
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব; গ্রেটার ভ্যাঙ্কুভারস্থ সিটি অব স্যারীতে প্রতিষ্ঠিত কানাডার প্রথম মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্ট - লিঙ্গুয়া একুয়ার প্রস্তাবক।